

মহানবী (সা)^ও বলেছেনঃ-

خُنُوكُمْ مَنْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَلَمْهُ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষাদান করে।

[বুখারী]

মজlis খোদামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
গুরুত্বে কুরআন শিক্ষার মৌলিক কিছু নিয়ম

আরবী অক্ষর ২৯ টি

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ

যোয়া তোয়া দোয়াদ সোয়াদ শীন সীন যা র যাল দাল খ হ্বা জীম সা তা বা আলীফ

ع غ ف ق ك ل م ن و ۵ ۴ ۳ ي

ইয়া হাম্বা হা ওয়াও মুন মীম লাম কাফ কফ ফা গইন আইন

মাখরাজ ১৭ টি

মাখরাজ হরফ উচ্চারনের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী ২৯ টি অক্ষর ১৭ টি স্থান হতে উচ্চারণ হয়।

- ১- নাস্বার- মাখরাজ হলকের ওর হইতে
- ২- নাস্বার-মাখরাজ হলকের মধ্যখান হইতে
- ৩- নাস্বার-মাখরাজ হলকের শেষ হইতে
- ৪- নাস্বার-মাখরাজ, জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, দুই নক্তা ওয়ালা
- ৫- নাস্বার মাখরাজ, জিহ্বার গোড়ার থেকে একটু আগে বাড়িয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, মধ্যখান পেচানো
- ৬- নাস্বার মাখরাজ, জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া
- (প্রকাশ থাকে যে, মধ্যখান তিন ভাগে বিভক্ত। গোড়ার ভাগে জ তারপর শ তারপর য) ওস্তাদ ইহা ছাত্রদেরকে ভালভাবে বুবাইয়া দিবেন।
- ৭- নাস্বার মাখরাজ জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া
- ৮- নাস্বার মাখরাজ জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া
- ৯- নাস্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া
- ১০- নাস্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া

مَا خَرَاجٌ ۱۷

۱۱- نَسْبَارَ مَا خَرَاجٌ، جِهْبَارَ أَغَّا سَامَنَرَ الْعَوْرَةِ

دُعَى دَنْتَرَ الْغُوْدَرَ سَنْجَ لَاغَاهِيَّا ط. د. ت.

۱۲- نَسْبَارَ مَا خَرَاجٌ، جِهْبَارَ أَغَّا سَامَنَرَ نَيْصَرَ دُعَى

دَنْتَرَ الْأَغَارَ دِنْكَ لَاغَاهِيَّا ص. س. ز.

۱۳- نَسْبَارَ مَا خَرَاجٌ، جِهْبَارَ أَغَّا سَامَنَرَ الْعَوْرَةِ

دُعَى دَنْتَرَ الْأَغَارَ سَنْجَ لَاغَاهِيَّا ظ. د. ت.

۱۴- نَسْبَارَ مَا خَرَاجٌ نَيْصَرَ تَنْتَرَ الْفَطَرَ

عَوْرَةِ دُعَى دَنْتَرَ الْأَغَارَ سَنْجَ لَاغَاهِيَّا ف.

۱۵- نَسْبَارَ مَا خَرَاجٌ دُعَى تَنْتَرَ هَيْتَ

و. ب. م. উচ্চারিত হয়। و تَنْتَرَ গোল করিয়া মুখ খোলা

রাখিয়া, ب تَنْتَرের ভিজায় ভিজায় ۱ تَنْتَرের

শুক্র যায়গায়।

۱۶- نَسْبَارَ مَا خَرَاجٌ، مُুখের খালি জায়গা হইতে মদ্দের

হরফ পড়া যায়।

۱۷- نَسْبَارَ مَا خَرَاجٌ، نَاكَرَ بَشَّيَ هَيْتَ

গুরাহ উচ্চারিত হয়।

যে সকল স্থানে মাদ্দ বা টেনে বা দীর্ঘ করে পড়তে হয়ঃ

১। ۱, ۱, ۶ এই তিনটি স্থানে এক আলিফ টান দিতে হবে। (আ), (হী), (হু) ইত্যাদি।

২। ۲ এর বামে (খালি আলিফ) থাকলে এক আলিফ টান দিতে হয়। (বা) ইত্যাদি।

৩। ۳ এর বামে ۲ (জ্যম ওয়ালা ইয়া) থাকলে এক আলিফ টান দিতে হয়। (বী) ইত্যাদি।

৪। ۴ এর বামে ۳ (জ্যম ওয়ালা ওয়াও) থাকলে এক আলিফ টান দিতে হয়। (বু) ইত্যাদি।

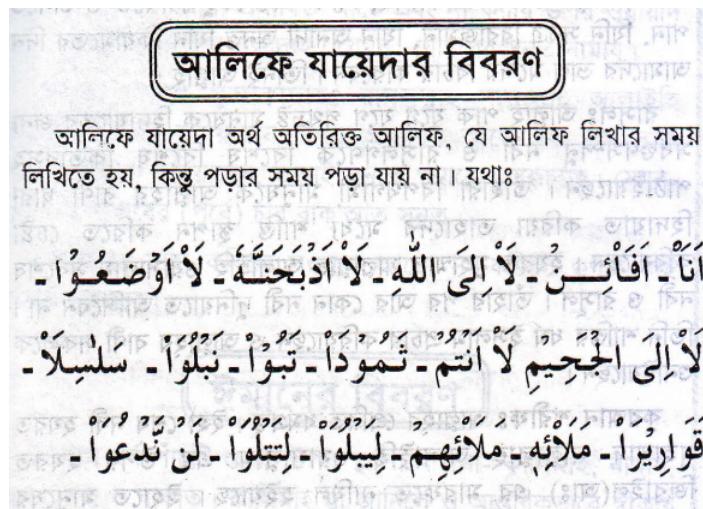
৫। ۵ তিন আলিফ টান। ۶، ۷، ۸ মাঝে আলিফ টান দিতে হয়।

৬। ۶ চার আলিফ টান। ۷، ۸ ইত্যাদি।

৭। এক (۱) আলিফ মাদ্দের অক্ষরের পরের অক্ষরে থামলে তিন (۳) আলিফ মাদ্দে রূপান্তর العلَيْنِ - يَرْجُعُونَ - مَابِ হয়। ইত্যাদি।

৮। মাদ্দে জীনঃ ۱ এর বাম পাশে জ্যম ওয়ালা ওয়াও (ও) এবং ۲ (যবর) এর বামে জ্যম ওয়ালা ইয়া (ই) হয় আর সেখানে যদি থামা হয় তাহলে ۱ (এক) আলিফ টান দিয়ে পড়তে হবে ۲ (যবর) এর বামে খুফি বৈত্ত যেমন :- ইত্যাদি।

নিম্নে উল্লেখিত উদাহরণসমূহে **أَنَا** (আনা) শব্দের অর্থ আমি। যত স্থানে এই সর্বনাম আসবে তত স্থানেই তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। বাকী উদাহরণ গুলোও তাড়াতাড়ি পড়তে হবে।



নিম্নে উল্লেখিত চারটি উদাহরনে **أَنَا** শব্দটি থাকলেও এখানে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। কারণ এগুলো প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দ। যেমন:-
أَنَّا مِلِّ (আনামিল) শব্দের অর্থ আঙুলেরভোগ সমূহ। এখানে আনাটি উভয় পুরুষ নয় বিধায় এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। অনুরূপভাবে বাকি তিনটি শব্দও টেনে পড়তে হবে।

أَنَّا مِلِّ - أَنَا سِي - أَنَّابُوا - أَنَّابَ

জীনঃ জীন অর্থ তাড়াতাড়ি পড়া, জীনের অক্ষর দৃঢ়ি।

১. যবর এর (۱) বামে ওয়াও জ্যম (ও) হলে জীন বা তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন **بِ** (বাউ)

২. যবর এর (۲) বামে ইয়া জ্যম (ই) হলে জীন বা তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন **بِي** (বাই)

নূন সাকিন এবং তানভীনের বিবরণঃ নূন সাকিন জ্যম ওয়ালা নূন (﴿) কে বলে এবং দুই যবর (﴾), দুই যের (ﴷ), দুই পেশ (ﴹ) কে তানভীন বলে, এইগুলো চার ধর্কারে পড়া যায়।

১। ইখফাঃ “ইখফা” অর্থ গোপন করা বা লুকায়িত করা। ইকফার হরফ ۱۵টি।

ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

নূন সাকিন (﴿) এবং তানভীনের (﴾ , ﴷ , ﴹ) পরে যদি ইখফার হরফ আসে তাহলে ঐ নূন সাকিন এবং তানভীনের উচ্চারণ “ং” এর মত হবে। أَنْبُرْل (উংবিলা), مِنْ شَرَّة (মিং ছামারাতি), عِنْ جَارِيَة (আইনুং জারিয়াতুন), كَسْتَم (কুংতুম), عَمَى فَهْم (উ’ম্যুং ফাহম), عَدَابًا فَرِيَا (আদাবা ফরিয়া) ইত্যাদি।

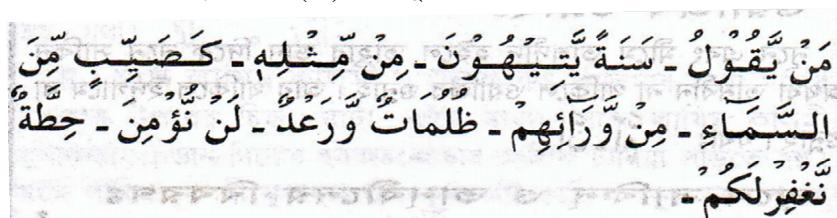
২. ইযহারঃ “ইযহার” এর অর্থ হল স্পষ্ট করে পড়া। এর হরফ ছয়টি ح - ع - ه - ي - ح - ع। নূন সাকিন এবং তানভীনের পরে যদি ইযহার এর হরফ আসে তাহলে ঐ নূন সাকিন এবং তানভীনকে “ন” এর মত স্পষ্ট করে পড়তে হয়। أَنْعَمْتَ (আনআ’মতা), مِنْ لَفْشِر (মিন আলফি শাহর), عَذَابَ الْجَنِّ (আ’যাবুন আলীম), رَانْجَر (ওয়ানহার), شَهْرَ (তানহার) ইত্যাদি।

৩. ইদগামঃ “ইদগাম” অর্থ মিলিয়ে পড়া বা সঞ্চি করে পড়া। এর হরফ ছয়টি।

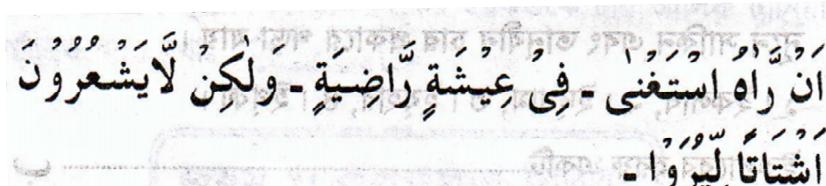
ي - س - م - ل - ن - و

ইদগাম দুই প্রকারঃ ক. ইদগামে বা গুন্নাহ(গুন্নাহ সহ মিলানো), খ. ইদগামে বেলা গুন্নাহ(গুন্নাহ ছাড়া মিলানো)।

ক। ইদগামে বা গুন্নাহ(গুন্নাহ সহ মিলানো): এর হরফ ৪ টি。 ۶ - ن - م - س। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে যদি ইদগামে বা গুন্নাহ এর কোন হরফ আসে তাহলে গুন্নাহ সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। (۷) চন্দ্রবিন্দু।



খ। ইদগামে বেলা গুন্নাহ(গুন্নাহ ছাড়া মিলানো): এর হরফ দুইটি。 ۷ - ل - م। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে যদি ইদগামে বেলা গুন্নাহ কোন হরফ আসে তাহলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়।



৪। ইক্স্লাবঃ ইক্স্লাব অর্থ বদল করে পড়া। ইক্স্লাবের হরফ একটি “ب”(বা)। নূন সাকিন এবং তানভীনের পরে যদি “ب”(বা) থাকে তাহলে ঐ নূন সাকিন এবং তানভীনকে মীম দ্বারা বদল করে পড়তে হয় (নূন সাকিন এবং তানভীনের পরে ক্ষুদ্র একটি মীম থাকে)।

مِنْ بَعْدِ - الْيَمِّ يَمَا (মীম বাদ) (আলীমুম বিমা)

ক্লক্স্লাহঃ ক্লক্লাহ অর্থ ধাক্কা দেওয়া। ক্লক্লাহ হরফ পাঁচটি。 ۸ - ق - ط - ب - ج। এই পাঁচটি হরফের উপর যদি সাকিন সহ হয়। তাহলে এই পাঁচটি হরফকে ডেপ করে বা প্রতিধ্বনি করে পড়তে হবে। যেমন:-

أَقْ - طْ - بْ - جْ - مْ

আয়াতের শেষে ক্লক্লাহ অক্ষর আসলে এবং দুই যের (ﴷ), দুই পেশ (ﴹ) এবং এক জবর, এব যের, এক পেশ থাকলে এমতাবস্থায়

ওয়াকফ করলে ক্লক্লাহ হবে। যেমন:- حَسَدٌ (ফালাক্স), خَلَقَ (খালাক্স), أَفْلَقَ (আফলাক্স)।

ওয়াজির গুন্নাহ(গুন্নাহ আবশ্যক):

নূন এবং মীমের উপর তাশদীদ হলে অবশ্যই গুন্নাহ করে এ আলিফ টেনে পড়তে হবে। যেমন: أَنْ - أَمْ (আমা, আনা) ইত্যাদি।

মীম সাকিনের বিবরণঃ

মীম সাকিনের বামে 'বা' আসিলে 'ইখফা' করিয়া পড়িতে হয়।
ইহাকে 'ইখফায়ে শাফ্যী' বলে। যথাঃ **فِمْ يَذْنِ اللَّهُ**

মীম সাকিনের বামে 'মীম' আসিলে ইদগাম করিয়া গুন্নার সহিত
পড়িতে হয়। ইহাকে 'ইদগামে মিছলাইন' বলে। যথাঃ **عَلَيْهِمْ مَطْرًا**

ইহা ব্যতীত বাকী হরফ আসিলে ইযহার করিয়া পড়িতে হয়। খাস
করিয়া । এবং ফ আসিলে স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে
ইযহারে খাস বলে। যথাঃ **عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحِينَ - لَهُمْ فِيهَا**

(ক) কথনও **ص** এর ওপরে ছোট অক্ষরে **৩** থাকে। এক্ষেত্রে যে কোন অক্ষরের
উচ্চারণ পাঠ করা বিধেয়ঃ

دُقْلَاتٌ:- **بِسْط** কে পাঠ করা যায়
بَصْطَة কে পাঠ করা যায়
الْمُسِيْطِرُونَ কে **الْمُسِيْطِرُونَ** পাঠ করা যায়
بِمُسِيْطِر কে **بِمُسِيْطِر** পাঠ করা যায়

(খ) কথনও কথনও **و** (নুন) অক্ষরের ওপরে ছোট ছাপার **و** (নুন) লেখা থাকে।
এগুলোকে আলাদাভাবে দুটি নুন হিসাবে পাঠ করতে হয়

دُقْلَاتٌ:- **نَجِيِ الْمُؤْمِنِينَ** (নুজীল মুমৈনীন) পড়তে হবে।

খাড়া যেরের পর যদি কোন চিহ্নবিহীন বক্সুচালু অগ্রভাগ চিহ্ন থাকে সেক্ষেত্রে খাড়া যের
সাধারণ যের হিসেবে পাঠ করতে হবেঃ

دُقْلَاتٌ:- **مَجْرِهَا** (মাজ্রীহা) কে পড়তে হবে **مَجْرِهَا** (মাজ্রেহা) কুরআন
মজীদে এ রকমের মাত্র একটি উদাহরণ রয়েছে (সুরা হৃদঃ ৪২ আয়াত)

উপরোক্ত "মায়রেহা" শব্দ ব্যতীত অন্য কোথাও যের এর উচ্চারণ একার (৮) হবে না।

আল্লাহ (الله) শব্দের লামের ডানে যবর অথবা পেশ হলে আল্লাহ (الله) শব্দটি গোল করে পড়তে হয়। যেমনঃ-
'পুর' (মোটা)..... **الله** (আল্লাহ)

আল্লাহ (الله) শব্দের লামের ডানে যের হলে আল্লাহ (الله) শব্দটি পাতলা করে পড়তে হয়। যেমনঃ-

'বারিক (পাতলা)..... **بِاللهِ** (বিল্লাহ)

﴿ ﴿ হরফ পুরের বিবরণ

১। ﴿ হরফে 'যবর' কিংবা 'পেশ' থাকিলে "পুর" করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ رُسُولٌ - رُسُولٌ

২। ﴿ হরফ 'সাকিন' অবস্থায় উহার ডানের হরফে 'যবর' বা 'পেশ' হইলে উহা পুর করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ أَرْكِسْوَانَ - أَرْجُونَ

৩। ﴿ হরফ সাকিন অবস্থায় উহার ডানের হরফে 'কাসরায়ে আ'র্যী (যের) থাকিলে উহা পুর করিয়া পড়িতে হয়।

যথাঃ مِنْ ارْتَضَى - رَبْ ارْجَعُونَ - إِنِّي أَرْتَبْمِ

৪। ﴿ হরফ সাকিন অবস্থায় উহার ডানের হরফে 'যের' হইলে এবং পরে 'হরফে মুন্তালিয়া' হইতে কোন একটি হরফ আসিলে পুর করিয়া পড়িতে হয়।

এই সাত হরফকে হরফে মুন্তালিয়া বলে।
যথাঃ فُرْطَاسٍ لِمُرْصَادٍ

৫। ﴿ সাকিনের ডান দিকে সাকিন ব্যতীত যে কোন সাকিন হরফ আসিলে, তাহার ডান দিকে 'যবর' অথবা 'পেশ' থাকিলে পুর করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ حَسْرٌ - شَهْرٌ

﴿ ﴿ হরফ বারিকের বিবরণ

১। ﴿ হরফের মধ্যে "যের" হইলে উহা বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ رَكْزٌ - رِجَالٌ

২। ﴿ হরফ সাকিন অবস্থায় উহার ডানের হরফে আসূলী 'যের' হইলে উহা বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

যথাঃ مُرْفَقًا - فِرْعَوْنَ

৩। ﴿ হরফে ওয়াক্ফ করার 'সময় উহার ডানে ﴿ সাকিন এবং ডানে 'যবর' থাকিলে উক্ত ﴿ হরফ বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ حِبْرٌ - صَبْرٌ

৪। ﴿ হরফে ওয়াক্ফ করার সময় উহার ডানে ﴿ হরফ ব্যতীত অন্য কোন হরফ সাকিন এবং সাকিন হরফের ডানের হরফে যের থাকিলে এই ﴿ হরফকেও বারিক করিয়া পড়িতে হয়।

যথাঃ ذِكْرٌ - شَغْرٌ - حَجْرٌ

مَجْرَهَا

** যবর = ۱, যের = ۱ (মাজরেহা) এ স্থানে খাড়া যের এর উচ্চারণ একার (۱) হয়।) , পেশ = ۲ ।

** ওয়াকফ অবস্থায় দুই যের (۲), দুই পেশ (۲) হলে এবং সে অক্ষরে থামলে জ্যম পড়তে হয় এবং । যেমন:- رَسُولٌ (রাসূল), فَجْرٌ (ফাজ্র) ইত্যাদি ।

** ওয়াকফ অবস্থায় এক জবর, এক যের, এক পেশ এবং খাড়া যের, উল্টা পেশ হলে জ্যম পড়তে হয় । যেমন:- صَادٌ (সোয়াদ), مُشَهِّدٌ (কুল), سَبْعًا (মিছলিহ) ইত্যাদি ।

** গোল তা (۳, ۴) ব্যতীত আয়াতের শেষে দুই যবর (۲) ও পরে খালি আলিফ থকালে এক আলিফ টেনে এক যবর পড়তে হয় । যেমন: عَذَابًا (আয়াবা), سَبْعًا (ছাবাবা'), ظَهِيرًا (যোয়াহীরা), ওয়াকফ অবস্থায় ওয়াও (۵) উপর জবর হলে এক আলিফ টান হবে ইত্যাদি ।

** আয়াতের শেষে গোল তা (۳, ۴) হলে এবং ওয়াকফ হলে ঐ গোল তা হা (۶, ۷)-এর মত উচ্চারিত হয় ।

যেমন ثَمَرَةٌ (হামারাহ), خَاطِكَةٌ (খাতুইআহ) ইত্যাদি ।